দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 22 2006 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দুর্নীতিবাজদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা-বোর্ড

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৭দিনের মধ্যে বর্তমা কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠনের দাবী

ইনকিলাব রিপোর্ট

বেসরকারী স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষক কর্মচারীদের যুগযুগ আন্দোলন সংগ্রামের মর্জন 'শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট' এবং অবসর সুবিধা বোর্ড' এখন দুর্নীতিবাজ চক্রের নিয়ন্ত্রণে। সরকারী অনুদান ও শিক্ষ কর্মচারীদের বেতনের টাকায় গঠিত এ দু তহবিলের অর্থ যথেচ্ছা লোপাট কর সংঘবদ্ধ চক্রটি। নানা বিল ভাউচার বানি চাকরিরত ব্যক্তিকে অবসর ও এক ব্যক্তি

দুর্নীতিবাজদের নিয়ন্ত্রণে শিক্ষক-কর্মচারী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

একাধিক চেক ইস্যু দেখিয়ে, ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ব্যাংক থেকে খেয়াল খুশিমত তহবিলের অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ড থেকে যথেচ্ছা লোপাট করছে। সরকারের সকল নিয়ম ভেঙ্গে এ দুটি বোর্ডে দুর্নীতিবাজ চক্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হটিয়ে দিয়ে তাদের খেয়াল খুশিমত নিজস্ব ক্যাডারদের চাকরি দিয়েছে। দুর্নীতিবাজ চক্রটি গায়ের জোড়ে বের করে দেয়া হয়েছে অবসর সুবিধা বোর্ড কর্তৃক নিয়োগ দেয়া কর্মচারীদের। কিন্তু প্রাপ্য সুবিধা পেতে অবসর গ্রহণকারী এবং মৃত ব্যক্তিদের পক্ষে হাজার হাজার আবেদন ফাইল চাপা পড়ে আছে, প্রায় বছর ধরে। অর্থ আত্মসাত, সার্টিফিকেট জালিয়াতি, জমি দখলের মত নানা ঘটনায় মামলার আসামী দু'ব্যক্তিকে একে একে দু'টি বোর্ডের শীর্ষ পদ সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক। এ দু'জনের একজন মোঃ সেলিম ভূইয়া এবং অপরজন সিএম মাহমুদ। এ দু'জনের নীল নকশা অনুযায়ী গঠন করে দেয়া হয়েছে অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালনা বোর্ড। যার কারণে সরকারী সহায়তা এবং বেসরকারী শিক্ষকদের অর্থে গড়া এ তহবিল দুটি থেকে দেদারছে অর্থ লোপাট হচ্ছে। এসব ঘটনার তথ্য প্রমাণসহ দফায় দফায় শিক্ষামন্ত্রী, অবসর সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান (শিক্ষা সচিব), ভাইস চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক) অবহিত করা হলেও কোন লাভ হয়নি। বরং ঘটেছে উল্টোটি। দুর্নীতিবাজ চক্রের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করায় অবসর সুবিধা বোর্ডের অর্থ উপ-কমিটির আহ্বায়ককে বাদ দিয়ে চক্রটি বিভিন্ন ব্যাংকে বিভিন্ন মেয়াদে রাখা আমানত ভাঙ্গিয়ে বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে অন্য ব্যাংকে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছে। এসব বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর দিলারা হাফিজ উদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তবে মন্ত্রী সচিব প করেছেন নীরব ভূমিকা। এ প্রেক্ষা বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের বৃহৎ জো শীর্ষ নেতৃবৃন্দ বহুবার সংবাদ সম্মেলন করে বিবৃতি দিয়ে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা ভেঙ্গে দিয়ে আইন অনুযায়ী সকলের গ্রহণযোগ্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে দু'টি কমি পুণর্গঠন করার দাবী জানিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কর্ণপাত করেননি শিক্ষা মন্ত্রণাল কর্তা ব্যক্তিরা। এমনতর অবস্থায় সার্টিফিকেট এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে অ সুবিধা বোর্ড ও কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচি পদ দখলের অভিযোগ করে অবিলম্বে সে ভূইয়া ও সিএম মাহমুদের অপসারণ করেছেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজো নেতৃবৃন্দ। ঐক্যজোট সভাপতি প্রফেসর শরীফুল ইসলাম, মহাসচিব মুহাম্মদ জাহা খান, অধ্যক্ষ মাজহারুল হান্নানসহ কে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জালিয়াতি ও প্রতার মাধ্যমে সদস্য সচিবের পদ দখল করে দুটিকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অভয়ারণ্যে প করেছে। শিক্ষামন্ত্রীর ছত্রছায়ায় সেলিম ভূই সিএম মাহমুদ শিক্ষকদের স্বার্থে ছুরিকা করেছে।